দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 5 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৪...

চলতি শিক্ষাবর্ষেই মাধ্যমিকে গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি

ফারুক হোসাইন : চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই মাধ্যমিকে প্রথমবারের মতো গণিতে চালু হচ্ছে সৃজনশীল পদ্ধতি। নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতির কথা শুনেই ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই এখন গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভীত হয়ে পড়েছেন। আর চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তাদের অভিভাবকেরা। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রশ্ন গণিতে সৃজনশীল শিক্ষকরাই বোঝেন না শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন কিভাবে? তাদের দাবি হঠাৎ করে ৮ম কিংবা ৯ম শ্রেণী থেকে নয় বরং ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে এই পদ্ধতি চালু করা হলে শিক্ষার্থীরা তার সাথে মানিয়ে নিতে পারবে। অন্যথায় তাদের ফলাফলে বিরূপ প্রভাব পড়বে। শিক্ষকরাও বলছেন, গণিত বিষয়টি এমন একটি বিষয়, যার সৃজনশীল প্রশ্ন করার সময় ইচ্ছে করলেও সহজ করে প্রশ্ন করা যাবে না। তারাও এই বিষয়টি নিয়ে অনেক হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। ফলে এর প্রভাব পড়বে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলে। তবে প্রথমবার একটু ভয় মনে হলেও শিক্ষার্থীরা-এর সাথে মানিয়ে নিতে পারবেন বলে মনে করেন শিক্ষা বিষয়ে নীতি নির্ধারকরা।

বর্তমান মহাজোট সরকার ২০০৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। কেয়ার শাসনের লক্ষ্যে পদ্ধতিগত পরিবর্তন করেন। দীর্ঘ দিনের মুখস্থ পদ্ধতি থেকে বেড়িয়ে চালু করা হয় সৃজনশীল পদ্ধতি। ফলে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বুঝে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তবে প্রথমবার নতুন পদ্ধতি চালু করার ফলে সে বছর অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সৃজনশীল পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল আসেনি। সাধারণত শিক্ষার্থীদের মাঝে গণিত ভীতি ও দুর্বলতা কাজ করে। তাই শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখে প্রথমবার নবম শ্রেণীর গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিল করা হয়। ইতোমধ্যে ধাপে ধাপে গণিত ছাড়া বাকি সব বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাই এবছর নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী ২০১৪ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের মতো গণিতের পরীক্ষাও হবে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে। এছাড়া ২০১৫ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় গণিত, উচ্চতর গণিত এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় উচ্চতর গণিত বিষয়ের পরীক্ষা হবে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে।

কিন্তু এর আগেও গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এর বিরোধিতা শুরু করেন এবং তা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। এবারও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকেই বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা আন্দোলন শুরু করেছেন। তারা ইতোমধ্যে মানববন্ধন, বিক্ষোভ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছেন। শিক্ষার্থীরা বলেছেন,

এ পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের : ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে

গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করলে ফলাফল খারাপ হবে। কারণ গণিত বিষয়টি একটু কঠিন ও তারা দুর্বল। তাই এই বিষয়টিতে সৃজনশীল হলে ফলাফল খারাপ হবে। তারা বলেন, অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরু হলে দেখা যাবে গণিতের প্রশ্ন ও শিক্ষার্থীদের ফলাফল আশানুরূপ হয় কি না।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বলেন, গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে কোন শিক্ষার্থীর ধারণা না থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় বিমুখ হয়ে পড়ছে। শুধু সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য নয় বরং মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্যও চরম ভোগান্তির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বলেন, বেশিরভাগ স্কুল শিক্ষকের গণিত সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ না থাকায় তাদেরও নানান সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যদি গণিত ও উচ্চতর গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি অব্যাহত থাকে, তবে অন্যান্য ১০টি বাধ্যতামূলক বিষয়ে, শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারবে না। যার প্রভাব পড়বে ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায়। ওই পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে জিপিএ ৫-এর হার শূন্যের কোঠায় পৌঁছাবে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ উভয়ে চরম হতাশায় ভুগবে। তাই জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন তারা।

নবম শ্রেণীর ছাত্রী আনিকা হোসেন তিশি বলেন, আমরা এবার যারা ৮ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণীতে উঠলাম আমাদের একটা বড় সমস্যা হয়েছে। কারণ গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু কেন আগে থেকে সৃজনশীল করা হয়নি? আমরা এই সৃজনশীল প্রশ্ন মানি না, মানব না। ছাত্র রফিকুল ইসলাম বলেন, নবম শ্রেণীতে হঠাৎ করে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করে পরোক্ষভাবে আমাদের ক্ষতি করা হচ্ছে। অভিভাবক সাখাওয়াত হোসেন স্বপন বলেন, গণিত বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে এমনিতেই একটি ভীতির বিষয়। আর সেই বিষয়ে হঠাৎ করে নবম বা দশম শ্রেণীতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সৃজনশীল সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও প্রশিক্ষণ নেই। তাহলে তারা শিক্ষার্থীদের কিভাবে শেখাবেন। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি যদি চালু করতেই হয় তাহলে সেটি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে চালু করলে শিক্ষার্থীরা তা ধীরে ধীরে শিখতে পারবে এবং এই পদ্ধতির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম বলেন, প্রথমবার সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর সময়ও নানা প্রশ্ন ছিলো। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর সাথে মানিয়ে নিয়েছে। অন্য বিষয়গুলোর মতো গণিতেও তারা মানিয়ে নিতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাসলিমা বেগম বলেন, তারপরও এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি বলেন, আমরা প্রথম যখন সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছিলাম তখন কিছু অভিভাবক এর বিরোধিতা করেছিলো। কিন্তু এই পদ্ধতি চালু করার পর যখন রেজাল্ট ভালো হচ্ছে তখন সেই অভিভাবকেরাই আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমরা আশা করি গণিতের ক্ষেত্রেও একই রকম হবে। তারপরও আমরা সবার সাথে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো বলে জানিয়েছেন তিনি।